AJKER FARIAD 20-01-2016

ককবরক ভাষার বিকাশে যুগ্মভাবে কাজ করবে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সিড্যাক

স্টাফ রিপোর্টার, ১৯ জানুয়ারি : ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এবং কলকাতাস্থিত সেন্টার ফর ডেভেলাপমেন্ট অব অ্যাডভান্স কম্পিউটিং (সিড্যাক)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাটস্থিত ক্যাম্পাসে 'যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ককবরক ভাষার অনুবাদ' শীর্ষক এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের যোজনাগত ওয়াকিনগর কেন্দ্রের নির্বাচিত সরকার [illegible] উপস্থিত ছিলেন সিড্যাক-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল অসিত কুমার নাথ। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে উদ্যোক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার জানান, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা পেশাদারি বিভিন্ন কোর্সে গুণগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি উপজাতিদের বিভিন্ন ভাষার বিকাশেও বদ্ধপরিকর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এজন্যেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ককবরক ভাষার উপর সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্বোধকের ভাষণে জহর দেববর্মা জানান, ১৯৭৯ সালে আজকের বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়। এমন একটা ঐতিহাসিক দিনে ককবরক ভাষা সম্পর্কিত কর্মশালা আয়োজন করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিড্যাক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ককবরক ভাষার সুবিধাগুলির বিভিন্ন দিক রয়েছে জানিয়ে জহরবাবু বলেন, ককবরক থেকে বাংলা বা ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হবে। কর্মশালার আয়োজকদের তিনি এ বিষয়ে ককবরক ভাষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি সিড্যাক-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল অসিত কুমার নাথ উনার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানান, শুধুমাত্র ভাষাগত কারণেই দেশের অনেকাংশ সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনার সুফল সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায় না। উপজাতিদের বিভিন্ন ভাষার [illegible] ব্যবহারে [illegible] সিড্যাক করছে বলে তিনি বলি জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কম্পিউটারের মাধ্যমে ভাষা অনুবাদ প্রক্রিয়া অতিথিদের দেখানো হয়।

CENTRA
30 CM.